আবদুর রউফ চৌধুরী
(১৯২৯ – ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ)

একজন সাহিত্যিকের মূল্যায়ন সম্ভব তখনই হয় যখন তাঁর জীবনচর্চার বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা তুলে ধরি। আবদুর রউফ চৌধুরীর জীবন যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে অনুধাবন করতে পারি কেন তিনি অন্যান্য সাহিত্যিক থেকে আলাদা। তাঁর জীবনের প্রথমদিকে আমরা দেখি যে, স্বচ্ছল পরিবারের না হয়েও তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে জীবনের ব্রতী ছিলেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে তিনি নিজের কর্মজীবনের ব্যপ্তির জন্য বিদেশ গমন করেন। সেখানেও তিনি সাফল্য অর্জন করেন। এখানে বলতে চাই যে, উঠতি বাঙালির উঠতি মধ্যবিত্তের মধ্যে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে চারিত্রিক দৃঢ়তার দরকার সেটা আবদুর রউফ চৌধুরীর ছিল। কারণ, সেইসময়ে হবিগঞ্জের বা সিলেটের একটি অখ্যাত গ্রাম থেকে একজন অস্বচ্ছল তরুণের কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব ব্যাপারই ছিল। তাহলে আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব যে কি ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৃঢ়তা বা চিন্তার স্বচ্ছতা থাকা দরকার তাঁর সাহিত্য রচনায়। যে কারণে তাঁর প্রবন্ধে দেখা যায় এক ধরনের দৃঢ়তা; সে দৃঢ়তা চিন্তার দৃঢ়তা। যে-ক্ষেত্রে যে-বিষয়টি বিশ্বাস করেন তাকে ধরার কালে বিন্দুমাত্র আপোশ করেননি।

আবদুর রউফ চৌধুরীর জীবনে মোড় পরিবর্তন করেছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বিদেশে থাকাকালীন সময়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দেশের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন দেশ ত্যাগ করেও তার প্রতি যে গভীর ভালবাসা তা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা দেখি তার রচনায় সেগুলি হচ্ছে– গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার একটা বোধ তাকে আলোড়িত করেছিল, বিকৃত করা হচ্ছে, আবদুর রউফ চৌধুরী কিন্তু সেদিকে পা বাড়াননি। তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু সব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। যদি এভাবে বলি তিনি ধার্মিক ছিলেন বলেই ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা করতে পেরেছিলেন তাহলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। কারণ, ধর্মান্ধতা এবং ধার্মিক জীবন কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষ করে উনিশ-পঁচাত্তর সালের পরে দেখি এই ধর্মনিরপেক্ষতা বোধকে আমরা বিকৃত করেছি এবং বর্জন করেছি। সে কারণে আমরা মর্ধ অর্ধেক বুঝি বা ত্তচার করে থাকি। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে যে ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম সেটা মুখ্য ধর্ম। আর সেটাকেই চাপিয়ে দেওয়া হয় জনগণের উপর। আবদরি রউফ চৌধুরী মুসলমান ছিলেন, ধার্মিক মুসলমান ছিলেন; কিন্তু যেটুকুই ধার্মিক ছিলেন না কেন তাঁর কাছে মনে হয়েছে, সর্বধর্মঅন্বেষণ করে প্রতিটি ধর্মেরই মূলে একটি বিষয় সেটা হচ্ছে মানবিক। মানুষের মঙ্গল কামনা আবদুর রউফ চৌধুরী মানবিক দর্শন থেকেই গ্রহণ করেছিলেন– যা আমরা তাঁর রচনায় সবসময় দেখি।

আবদুর রউফ চৌধুরী ফিরে এসেছেন দেশে। একটা শিকড়ের টানে। তিনি ফিরে এসেছেন মফস্বলে। সেখানে একটা সীমাবদ্ধতা আছে, সেটাকে তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। সে অতিক্রমটা তিনি কীভাবে করেছিলেন? করেছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সাংস্কৃতিক সমাজসেবামূলক তরুণদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং সাহিত্য রচনার মধ্য-দিয়ে। সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে মফস্বলের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তিনি। এবং তা তিনি অতিক্রম করেছেন। আর তিনি যে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ হচ্ছে আজকে যে তরুণরা প্রবন্ধ লিখছেন সেটি হচ্ছে তার ধরন। তিনি সেই সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই আজকে আমরা তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

মুনতাসীর মামুন
ইতিহাসবিদ